রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ / ৪ঠা ফাল্গুন, ১৪০১

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইন ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ (৩রা ফাল্গুন, ১৪০১) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

১৯৯৫ সনের ৪নং আইন
ব্যাটালিয়ন আনসার গঠনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ব্যাটালিয়ন আনসার গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ''আনসার বাহিনী'' অর্থ আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৩নং আইন) এর অধীন গঠিত আনসার বাহিনী;

(খ) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(গ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঘ) ''মহাপরিচালক'' অর্থ আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক ;

(ঙ) ''সংগঠন'' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত আনসার ব্যাটালিয়ন।

৩। ব্যাটালিয়ন আনসার গঠন।- (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার গঠন করা হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(২) ব্যাটালিয়ন আনসার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ **১৫২** এ প্রদত্ত ''শৃংখলা বাহিনী'' এর সংজ্ঞার অর্থে একটি ''শৃংখলা বাহিনী" হইবে।

৪। **তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা**।- ব্যাটালিয়ন আনসার সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি এবং উহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী আনসার বাহিনীর মহাপরিচালকের পরিচালনাধীন থাকিবে।

৫। **কর্মকর্তা, কর্মচারী** ইত্যাদি।- আনসার বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যাটালিয়ন আনসারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়াও গণ্য হইবেন।

৬। **ব্যাটালিয়ন আনসার অংগীভুতকরণ**।- (১) ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অংগীভূত হইবেন এবং তাহাদের ভাতা, পোশাক, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[১][৬ক।- অংগীভূত ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরীতে স্থায়ীকরণ।- ব্যাটালিয়ন আনসার বাহিনীতে ধারা ৬ এর অধীন অংগীভূত আনসার সদস্যদের মধ্যে যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ১৫ (পনের) বৎসর বা তদূর্ধ্ব তাহাদেরকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বপদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যাইবে এবং তাহাদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।]

৭। **ব্যাটালিয়ন আনসারের পদ,** ইত্যাদি।- (১) ব্যাটালিয়ন আনসারের নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন পদ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক;
(খ) ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক;
(গ) কোম্পানী অধিনায়ক;
(ঘ) ব্যাটালিয়ন কোয়াটার মাষ্টার;
(ঙ) কোম্পানী উপ-অধিনায়ক;
(চ) প্লাটুন কমান্ডার;
(ছ) সহকারী প্লাটুন কমান্ডার;
(জ) হাবিলদার;
(ঝ) নায়েক;
(ঞ) ল্যান্স নায়েক;
(ট) ব্যাটালিয়ন আনসার।

(২) ব্যাটালিয়ন আনসারের এক বা একাধিক ব্যাটালিয়ন থাকিবে এবং উহাদের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। **ব্যাটালিয়ন আনসারের দায়িত্ব**, ইত্যাদি।- (১) ব্যাটালিয়ন আনসারের দায়িত্ব হইবে-

(ক) জননিরাপত্তামূলক কোন কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা;
(খ) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন জনকল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহন করা;

[১] ২০০০ সনের ৩২নং আইনের ২ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

(গ) দেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কাজে অংশগ্রহণ করা; এবং

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ করা।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরোক্ত বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ব্যাটালিয়ন আনসার সরকারের নির্দেশে নিম্নবর্ণিত বাহিনীসমূহকে সহায়তা ও সাহায্য প্রদান করিবে, যথাঃ-

(ক) স্থল বাহিনী;

(খ) নৌ-বাহিনী;

(গ) বিমান বাহিনী;

(ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস;

(ঙ) পুলিশ বাহিনী।

৯। **অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন**।- সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা এবং তৎকর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ ও আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে ব্যাটালিয়ন আনসারের সদস্যগণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

১০। **আদেশ পালনে বাধ্যবাধকতা**।- ব্যাটালিয়ন আনসারের সকল সদস্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত আইনানুগ আদেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

১১। **অপরাধ ও দন্ড**।- (১) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদধারী কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) সংগঠনের প্রতি আনুগত্যহীন হন বা সংগঠনের প্রতি আনুগত্যহীন হওয়ার কোন চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেন বা অংশগ্রহণের প্ররোচনা দেন;

(খ) সংগঠনের প্রতি উহার কোন সদস্যের আনুগত্যহীনতার কথা জানিতে পারিয়াও উহা দমনে তাহার পক্ষে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন;

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ ছয় মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) তাহার কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অবাধ্য হন বা তাহার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন;

(খ) তাহার কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ করিতে অস্বীকার করেন বা গাফিলতি করেন;

(গ) তাহার নিম্নপদস্থ কোন সদস্যকে সংগঠনের শৃংখলা ক্ষুন্নকারী কোন আচরণে প্রশ্রয় দেন;

(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত তাহার দায়িত্বে রক্ষিত পোশাক, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধন করেন বা হারাইয়া ফেলেন বা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন;

(ঙ) সংগঠনের জন্য অনুপযুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে বা সংগঠনের অন্য কোন সদস্যকে আহত করেন;

(চ) সংগঠন হইতে পালাইয়া যান বা পালাইয়া যাইতে চেষ্টা করেন;

(ছ) উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা বিপদের আশংকা প্রচার করেন;

তাহা হইলে, তিনি অনূর্ধ ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দন্ড ভোগ করার জন্য কোন কারাগারে প্রেরণ করা হইবে এবং প্রেরণের সময় দন্ড প্রদানকারী আদালতের সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই আইনের সহিত সংযোজিত তফসিলে দেওয়া ওয়ারেন্টও প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তি দন্ডপ্রাপ্ত হইলে দন্ড প্রদানের তারিখ হইতে তিনি সংগঠন হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন কৃত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ এ প্রদত্ত "শৃংখলা বাহিনী" এর অর্থে অন্য কোন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য হিসাবে প্রেষণে সংগঠনে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার নিজস্ব বাহিনীর আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হইবেন।

১২। **অপরাধের বিচার** ।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) ধারা ১১(১) এর অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র এই আইনের অধীন গঠিত কোন বিশেষ আদালতে অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) ধারা ১১(২) এর অধীন কোন অপরাধের বিচার এই আইনের অধীন গঠিত কোন বিশেষ আদালতে বা সংক্ষিপ্ত আদালতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির অন্যূন এক ধাপ উর্ধ্বতন পদধারী কোন ব্যক্তির অভিযোগ ব্যতীত কোন বিশেষ আদালত বা সংক্ষিপ্ত আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

১৩। **আদালত গঠন**, ইত্যাদি।- (১) মহাপরিচালক, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বিশেষ বা সংক্ষিপ্ত আদালত গঠন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ আদালত একজন সভাপতি, যিনি আনসার অধিদপ্তরের একজন পরিচালক হইবেন এবং অন্যূন দুইজন সদস্য, যাহারা একই অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তা হইবেন, সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) সংক্ষিপ্ত আদালত একজন সভাপতি, যিনি আনসার অধিদপ্তরের একজন উপ-পরিচালক হইবেন এবং অন্যূন দুইজন সদস্য, যাহারা একই অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তা হইবেন, সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

১৪। **আদালতসমূহের কার্যবিধি**।- বিশেষ এবং সংক্ষিপ্ত আদালত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহাদের কার্য পরিচালনা করিবে।

১৫। **শৃংখলামূলক ব্যবস্থা**।- (১) এই আইনে বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন পদধারী ব্যক্তি যদি-

(অ) তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন বা অবহেলা করেন;

(আ) শৃংখলা ভংগের কোন কাজ করেন বা অসদাচরণ করেন; বা

(ই) দুর্নীতিপরায়ন হন;

তাহা হইলে তাহাকে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা যাইবেঃ

(ক) বরখাস্ত;

(খ) অপসারণ;

(গ) পদাবনতি;

(ঘ) অনূর্ধ দুই বৎসরের জন্য পদোন্নতি বন্ধ;

(ঙ) অনূর্ধ এক বৎসরের জন্য জ্যেষ্ঠতা বাজেয়াপ্ত;

(চ) অনূর্ধ একুশ দিনের বেতন বা ভাতা বাজেয়াপ্ত;

(ছ) অনূর্ধ পনের দিনের বেতনের সমপরিমান অর্থ জরিমানা;

(জ) অনূর্ধ একুশ দিনের জন্য কোয়াটার গার্ডে প্রেরণ;

(ঝ) অনূর্ধ তিন দিনের জন্য অতিরিক্ত শ্রম;

(ঞ) কঠোর তিরস্কার;

(ট) তিরস্কার।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কিন্ত ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের নীচে নহে) তাহার অধীনস্থ যে কোন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া কোন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যকে এই ধারার অধীনে কোন শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

১৬। **আপীল**।- ধারা ১৫ এর অধীন কোন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যের উপর প্রদত্ত কোন শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, মহাপরিচালকের নিকট আপীল করা যাইবে এবং এই আপীলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শাস্তির আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

১৭। **ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যের গ্রেপ্তার**।- কোন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য ব্যাটালিয়ন হইতে পলাতক হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ব্যাটালিয়নে সোপর্দ করার জন্য ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পলাতক আনসারের স্থায়ী অথবা বর্তমান বাসস্থান যে থানায় অবস্থিত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অনুরোধকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক জারীকৃত ওয়ারেন্ট গণ্য করিয়া পলাতক ব্যাটালিয়ন আনসারকে ব্যাটালিয়নে সোপর্দ করিবেন।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ**।- মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার অধীনস্থ যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

২০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) ব্যাটালিয়ন আনসার গঠন সম্পর্কিত বিদ্যমান সরকারের যাবতীয় আদেশ, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

(২) উক্ত আদেশ দ্বারা গঠিত ব্যাটালিয়ন আনসারের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, দায় এবং দলিল দস্তাবেজ এই আইন এর অধীন গঠিত ব্যাটালিয়ন আনসারের সম্পত্তি, তহবিল, দায় এবং দলিল দস্তাবেজ হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আদেশ এর অধীন ব্যাটালিয়ন আনসার হিসাবে অংগীভূত সকল ব্যাটালিয়ন আনসার এই আইনের অধীন অংগীভূত ব্যাটালিয়ন আনসার বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) উক্ত আদেশের অধীন প্রণীত সকল ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

(৫) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে মহাপরিচালক কর্তৃক ব্যাটালিয়ন আনসার সম্পর্কে প্রদত্ত সকল আদেশ বা নির্দেশ, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

তফসিল

[ধারা ১১(৩) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু .... বিশেষ আদালাত/ সংক্ষিপ্ত আদালত .... ব্যাটালিয়নের জনাব .... পদ .... স্থায়ী ঠিকানা/বর্তমান ঠিকানা .... কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ....কারাদন্ড প্রদান করিয়াছেন। এবং যেহেতু উক্ত জনাব .... কে কারাদন্ড ভোগ করার জন্য প্রেরণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু উক্ত জনাব ....কে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এতদ্বারা হস্তান্তর করা হইল।

সভাপতি

বিশেষ/সংক্ষিপ্ত আদালত।

মোঃ মিজানুর রহামান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৮, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আনসার শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯শে ফাল্গুন ১৪০২/১২ই মার্চ ১৯৯৬

এস, আর, ও নং ৩৮-আইন/৯৬-ব্যাটালিয়ন আনসার আইন ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক সরকারের পূর্বানুক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেনঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামাঃ- এই প্রবিধানমালা ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "আদালত" অর্থ ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত বিশেষ বা সংক্ষিপ্ত আদালত;

(খ) "সদস্য" অর্থ মহাপরিচালক কর্তৃক বিশেষ বা সংক্ষিপ্ত আদালতে বিচারকার্য্যে নিয়োজিত সদস্য;

(গ) "সভাপতি" অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিশেষ বা সংক্ষিপ্ত আদালতে বিচারকার্য্যে নিয়োজিত সভাপতি।

মূল্যঃ টাকা ৩.০০

৩। ব্যাটালিয়ন আনসার অংগীভূত করণ।-(১) কোন ব্যক্তি ব্যাটালিয়ন আনসার হিসাবে অংগীভূত হতে পারিবেনা, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা বাংলাদেশের ডোমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন; অথবা

(গ) অত্র প্রবিধান ১২ এ বিধৃত শপথ গ্রহণ না করেন।

(২) ব্যাটালিয়ান আনসার হিসাবে অংগীভূতির জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে শারিরীকভাবে সুস্থ্য হইতে হবে এবং তাহার বয়স ও অন্যান্য যোগ্যতা নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) বয়স ঃ ১৮-৩০ বৎসর;

(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ- নূন্যতম ৯ম শ্রেণী বা সমমান পাশ(বোর্ডের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর আবশ্যক)

(গ) উচ্চতা ঃ সর্বনিম্ন ১৬০ সেঃ মিঃ অর্থ্যাৎ ৫´-৪´´ ;

(ঘ) বুকের মাপঃ সর্বনিম্ন ৭৫ সেঃ মিঃ হইতে ৮০ সেঃ মিঃ অর্থাৎ ৩০´´ -৩২´ ;

(ঙ) দৃষ্টি শক্তিঃ ৬/৬।

(৩) মহাপরিচালক অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা দ্বারা সময়ে সময়ে গঠিত বাছাই কমিটি মাঠ পর্যায়ে ব্যাটালিয়ন আনসারের জন্য প্রার্থী বাছাই করিবেন;

(৪) এই প্রবিধানের অধীন বাছাইকৃত প্রার্থীকে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে;

(৫) সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপণকারী প্রার্থীকে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ব্যাটালিয়ন আনসার হিসাবে অংগীভূত করা হইবে;

(৬) উপ-প্রবিধি ৩ এর অধীন বাছাই প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার পাইবেন; যথাঃ-

(ক) সাধারণ আনসার ও ভিডিপি সদস্য;

(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য ব্যক্তি।

(৭) প্রশিক্ষণকালে কোন প্রশিক্ষনার্থী ব্যাটালিয়ন আনসার শৃংখলার পরিপন্থী কোন কাজ করিলে বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত আদেশ-নির্দেশ অমান্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, যথাঃ-

(ক) প্রশিক্ষণ হইতে বহিস্কার

(খ) অনধিক ১৫(পনের) দিন পর্যন্ত ব্যারাকে আটক এবং গার্ড ডিউটি অথবা অন্য কোন শ্রম সাধ্য কাজ দেওয়া;

(গ) সতর্কীকরণ;

(ঘ) তিরস্কার ;

(ঙ) অতিরিক্ত ড্রিল;
(চ) ফ্যাটিগ ডিউটি।

৪। আবশ্যকীয় সনদ ও কাগজপত্র।- নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদেরকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে,যথাঃ-

(ক) গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি;
(খ) ৯ম শ্রেণী বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত রেজিষ্ট্রেশন কার্ড এবং প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রের সত্যায়িত কপি;
(গ) পার্সপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা ৪(৪) কপি ছবি।
(ঘ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে
(ঙ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ পত্র;
(চ) অভিবাবকের সনদপত্র সম্মতিসূচক সনদপত্র, যাহা ইউনিয়ন পরিষদ বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে;
(ছ) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদেরকে নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বৃত্তান্ত ফরম পূরণ করিয়া জমা করিতে হইবে।

৫। অংগীভূতির মেয়াদকাল।- মহাপরিচালক কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া না হইলে, ব্যাটালিয়ন আনসারের অংগীভূতির মেয়াদকাল হইবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর।

৬। ভাতা ও সুযোগ সুবিধা।- ব্যাটালিয়ন আনসারগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে রেশন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

৭। ব্যাটালিয়ন আনসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।- ব্যাটালিয়ন আনসারগণ ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৮ এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও জনস্বার্থে মহাপরিচালক কর্তৃক সময় সময় আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৮। পোষাক পরিচ্ছদ।-ব্যাটালিয়ন আনসারগণের পোষাক পরিচ্ছদ হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ–

(ক) খাকী শার্ট (ফুল হাতা);
(খ) খাকী ফুল প্যান্ট;
(গ) উলেন জার্সি;
(ঘ) সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি;
(ঙ) সবুজ ব্যারেট ক্যাপ;
(চ) ওয়েব বেল্ট;
(ছ) উলেন মোজা/নাইলন মোজা;
(জ) কালো বুট;
(ঝ) জংগল বুট;
(ঞ) খাকী হাফ প্যান্ট;

(ট) রেইন কোট;
(ঠ) খাকী রঙের পিটি সু।

৯। ক্যাপ ব্যাজ ও উহার ব্যবহার ।- ব্যাটালিয়ন আনসারদের জন্য ক্যাপ ব্যাজ নিম্নরূপ হইবে, যথাঃ-

(ক) সাদা ধাতব নির্মিত একটি মনোগ্রাম, যাহার নিম্নদেশে ৩০ মিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য এবং ০৬ মিঃ মিঃ প্রস্থ "ব্যাটালিয়ান" শব্দ খচিত এবং ৩৫ মিঃ মিঃ পরিমাপের একটি উদীয়মান সূর্য্য,যাহা দুইটি ধানের শীষ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উপরে একটি তারকা থাকিবে, যাহা ধানের শীষদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত থাকিবে;

(খ) ক্যাপ ব্যাজ ব্যারেট ক্যাপের বাম পাশে এবং পিক ক্যাপের সামনের দিকের মধ্যভাগে পরিধান করিতে হইবে।

১০। র‍্যাংকের ব্যাজ।- ব্যাটালিয়ান আনসারের র‍্যাংকের ব্যাজ নিম্নপ্রকারের হইবে,যথাঃ-

(ক) হাবিলদার পদের জন্য $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি প্রস্থ "V" আকৃতির তিনটি সবুজ কাপড়ের টুকরা ১২০ ডিগ্রী কোণে লাল কাপড়ের উপর সন্নিবেশিত থাকিবে;

(খ) নায়েক পদের জন্য $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি প্রস্থ "V" আকৃতির দুইটি সবুজ কাপড়ের টুকরা ১২০ ডিগ্রী কোণে লাল কাপড়ের উপর সন্নিবেশিত থাকিবে;

(গ) ল্যান্স নায়েক পদের জন্য $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি প্রস্থ "V" আকৃতির একটি সবুজ কাপড়ের টুকরা ১২০ ডিগ্রী কোণে লাল কাপড়ের উপর সন্নিবেশিত থাকিবে;

(ঘ) ব্যাটালিয়ান শব্দ খচিত ১১ মিঃ মিঃ চওড়া এবং ৫০ মিঃ মিঃ লম্বা সাদা ধাতব পদার্থের নির্মিত সোলডার টাইটেল; এবং

(ঙ) বাহিনী প্রতীক।

১১। পদত্যাগ।-(১) কোন ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্য ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারিবে।
(২) ব্যাটালিয়ন আনসারের পদত্যাগ পত্র লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।
(৩) পদত্যাগকারী প্রত্যেক ব্যাট্যালিয়ন আনসারদের একটি ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

১২। ব্যাটালিয়ন আনসারদের শপথ নামা।- প্রত্যেক ব্যাটালিয়ান আনসারদের নিম্নরূপ শপথ গ্রহন করিতে হইবে এবং নিম্নের ফরমে দস্তখত করিতে হইবে,যথাঃ-

আমি...পিতা...

গ্রাম..ডাকঘর..

থানা...জেলা...

এই মর্মে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমি ধর্মীয় অনুশাসন বিশ্বস্থতার সহিত মান্য করিব এবং সমাজ ও দেশ সেবায় আত্ম নিয়োগ করিব। আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত

আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে মানিতে বাধ্য থাকিব এবং আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করিব। আমি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকিব এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌত্ব রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন উৎসর্গ করিব।

আমার সম্মুখে অদ্য তারিখ- দস্তখত

শপথ গৃহীত হইল;
কমান্ডান্ট, আনসার-ভিডিপি একাডেমী,
শফিপুর, গাজীপুর।

১৩। অ-অংগীভূতকরণ।- নিম্নবর্ণিত কারণে কোন ব্যাটালিয়ন আনসার অ-অংগীভূত হইয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে, যথাঃ-

(ক) অংগীভূতকাল শেষ হইলে;
(খ) পদত্যাগপত্র মহাপরিচালক কর্তৃক গৃহীত হইলে;
(গ) শারীরিক বা মানষিকভাবে অক্ষম হইলে;
(ঘ) শৃংখলার মান মহাপরিচালক কর্তৃক সন্তোষজনক না হইলে এবং
(ঙ) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কারণে।

১৪। সংক্ষিপ্ত বা বিশেষ আদালতের কার্য পদ্ধতি।- (১) বিশেষ বা সংক্ষিপ্ত আদালতে সর্বসাধারণের প্রবেশধিকার থাকিবে না।
(২) আদালতের পূর্বানুমতিক্রমে আনসার সংগঠনের কোন কর্মকর্তা,কর্মচারী এবং ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্য বিচারকার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিচার কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।
(৩) অভিযুক্ত ব্যাক্তির জন্য আদালত কক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান থাকিবে, যেখানে বিচারকার্য্য চলাকালে তিনি অবস্থান করিবেন।
(৪) আদালত কক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত সাক্ষীর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট স্থান থাকিবে।

১৫। কৌশুলী নিয়োগ নিষিদ্ধ।- (১) আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ব্যক্তিগত কৌশূলী নিয়োগ করা যাইবে না।
(২) অভিযুক্ত ব্যাক্তি তার পক্ষে মকদ্দমা পরিচালনা করিবার জন্য আনসার বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সদস্যকে মহাপরিচালকের পূর্বানুমতিক্রমে ডিফেনডিং কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবেন।
(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষে মকদ্দমা পরিচালনার জন্য কোন ডিফেনডিং কর্মকর্তা মনোনীত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বা ব্যর্থ হইলে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মকদ্দমা পরিচালনা করিবার জন্য মহাপরিচালক কোন ব্যক্তিকে ডিফেডিং কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত করিবেন।

১৬। **প্রসিকিউটিং অফিসার নিয়োগ।-** সংগঠনের পক্ষে মকদ্দমা পরিচালনা করিবার জন্য মহাপরিচালক একজন প্রসিকিউটিং অফিসার নিয়োগ করিবেন, যিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিগত সমপদমর্যাদা অথবা জ্যেষ্টতা পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা হইবেন।

১৭। **অভিযোগ স্বীকার।-** (১) আদালত বিচারকার্য শুরু করিবার পর সর্বপ্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তির মতামত জানিতে চাহিবে।
(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করিলে আদালত তাৎক্ষনিকভাবে যেরূপ বিবেচনা করেন, তদ্রুপ আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক মকদ্দমাটি নিস্পত্তি করিবেন।

১৮। **অভিযোগ অস্বীকার।-** অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিলে আদালত মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রসিকিউটিং অফিসারকে সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

১৯। **জেরা।-** অভিযুক্ত ব্যক্তির মনোনীত ডিফেনডিং কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষীগণকে ডিফেনডিং কর্মকর্তার জিজ্ঞাসিত ন্যায়সংগত এবং প্রাসংগিক সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। **সাক্ষীর সংখ্যা।-** আদালতে সাক্ষী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা থাকিবে না। এবং প্রসিকিউটিং অফিসার অভিযোগ প্রমাণের জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে যে কোন সংখ্যক সাক্ষীকে আদালতে পেশ করিতে পারিবেন।

২১। **হলফনামা পাঠ।-** কোন সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে নিম্নলিখিত হলফনামা পাঠ করিতে হইবে, যথাঃ-

"হলফনামা"

আমি এই মর্মে হলফ করিতেছি যে, যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না এবং কোন কিছু গোপন করিব না।

২২। **সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা লিপিবদ্ধকরণ।-** (১) প্রত্যেক সাক্ষীর প্রাসংগীক জবানবন্দী এবং জেরার বক্তব্য সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত অপর যে কোন সদস্য কর্তৃক অত্র প্রবিধানমালার
"গ" তফসিলে বর্ণিত ফরমে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(২) জেরা সমাপ্ত হইবার পর সাক্ষীকে তাহার জবানবন্দী ও জেরার সমূদয় বক্তব্য পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে এবং কোন বক্তব্য তিনি বুঝিতে অসমর্থ হইলে, উক্ত বক্তব্য সহজভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।
(৩) সাক্ষী তাহার জবানবন্দী ও জেরার বক্তব্য শ্রবণান্তে সঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে জেরার শেষ পৃষ্ঠায় সাক্ষীর সাক্ষর/টিপসহি গ্রহণ করিতে হইবে এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে টিপসহি গ্রহণকারীর নাম ও পদবী টিপসহির নীচে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২৩। **আদালত কর্তৃক সাক্ষী তলবকরণ**।-(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত সাক্ষীকে এবং কোন পক্ষ কর্তৃক মনোনীত হয় নাই অথচ ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন এমন যে কোন ব্যক্তিকে আদালত সাক্ষী হিসাবে তলব করিতে পারিবেন।

(২) আনসার সংগঠনের সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে আদালত সাক্ষী হিসাবে তলব করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে সমন প্রেরণ করিতে হইবে।

২৪। **মুলতবি নিষিদ্ধ**।-সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হইবার পর কোন মুলতবি ছাড়া (সরকারী ছুটি বাদে) প্রত্যহ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক লিপিবদ্ধ কোন কারণে বা মহাপরিচালক এর পূর্বানুমতি লইয়া আদালত সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত বিচারকার্য মুলতবি রাখিতে পারিবে।

২৫। **যুক্তিতর্ক শ্রবণ**- সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহন শেষ হইবার পর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য পক্ষগণকে সুযোগ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য পক্ষগণকের তিন দিনের অধিক সময় মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৬। **রায় প্রদানের সময়সীমা**।- (১) যুক্তিতর্ক শ্রবণের পর অনধিক তিন দিনের মধ্যে রায় প্রদান করিতে হইবে।

(২) আদালতের বিবেচনায় কোন সংগত কারণে উক্ত তিন দিনের মধ্যে রায় প্রদান সম্ভব না হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে রায় প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত রায়ের একটি কপি অবগতির জন্য অনতিবিলম্বে মহাপরিচালক এর বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

২৭। **রায় লিখন**।- (১) রায় "ক" তপসিল বর্ণিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) রায়, মকদ্দমায় উপস্থাপিত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণ পূর্বক বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত হইতে হইবে।

(৩) রায়, সভাপতি বা কোন একজন সদস্য কর্তৃক স্বহস্তে, টাইপ মেশিনে বা ডিকটেশনের মাধ্যমে লিখা যাইবে।

(৪) ডিকটেশনের মাধ্যমে রায় লিখিত হইলে রায়ের শেষের পৃষ্ঠায় এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতে হইবে যে, উহা সভাপতি বা কোন একজন সদস্যের ডিকটেশনের মাধ্যমে লিখা হইয়াছে বা টাইপ করা হইয়াছে।

২৮। **রায় প্রদান পদ্ধতি**।- সভাপতি এবং সদস্যদ্বয়ের সর্বসম্মতিক্রমে রায় প্রকাশ করিতে হইবে, তবে সভাপতি এবং কমপক্ষে একজন সদস্যের সম্মতিক্রমে ২ঃ১ ভোটে প্রকাশিত রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৯। **রায় ঘোষনা**।- রায় প্রকাশের জন্য নির্ধারিত তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রকাশ্য আদালতে রায় ঘোষনা করিতে হইবে এবং রায় প্রকাশের পরপরই রায়ের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সভাপতি ও সদস্যদ্বয় স্বাক্ষর করিবেন।

৩০। **সীলমোহর**।-বিশেষ এবং সংক্ষিপ্ত আদালতের পৃথক পৃথক প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীলমোহর থাকিবে, যাহা মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩১। **সভাপতি ও সদস্য নিয়োগের অযোগ্যতা**।- বিচার্য্য অপরাধের তদন্তকারী কোন কর্মকর্তা একই বিষয়ে গঠিত আদালতের সভাপতি বা সদস্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

৩২। **নথীপত্র প্রেরণ**।- বিচার কার্য্যক্রম সমাপ্ত হইবার পর সমূদয় নথীপত্র ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৩। **কারাগারে প্রেরণ**।- বিচার শেষে দন্ড প্রদান করা হইলে, দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে নিকটতম কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৪। **সভাপতি ও সদস্যদের অনুপস্থিতি**। - কোন কারণে সভাপতি বা কোন সদস্য নির্ধারিত দিনে বিচার কার্য্য পরিচালনা করিতে অসমর্থ হইলে তিনি লিখিতভাবে তাহা মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং তৎক্ষেত্রে মহাপরিচালক যেরূপ বিবেচনা করিবেন তদ্রুপ কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৫। **আদেশপত্র**।- অত্র প্রবিধানমালার তপসিল "খ" তে বর্ণিত ফরমে বিচারকার্য্য চলাকালে দৈনন্দিন কার্য্যধারা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও রায় প্রদানের পর রায়ের শেষ ভাগের আদেশাংশটুকু আদেশপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৬। **সভাপতি ও সদস্যের শপথনামা**।- আদালতের সভাপতি ও সদস্যগণ বিচারকার্য্য শুরুর পূর্বে নিম্নবর্ণিত শপথ বাক্য পাঠ করিবেনঃ-
"আমি ....(নাম) সর্বশক্তিমান আল্লাহ/প্রতিপালকের নামে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমি ব্যাটালিয়ন আনসার আইন এর বিধান মোতাবেক নির্ভীক ও নিরপেক্ষ থাকিয়া এবং কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অনুকম্পা প্রদর্শন ব্যতীত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিব এবং প্রয়োজনে যথাযথভাবে অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করিব।"

৩৭। **Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872)এর প্রয়োগ**।- আদালতে সাক্ষ্য প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872) এর সংশ্লিষ্ট বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩৮। **আদালত অবমাননা**।- (ক) আদালতের কার্য্যধারার প্রতি কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য বা আদালতে বিচারকার্য্য চলাকালে সভাপতি বা সদস্যদের প্রতি বিদ্রুপমূলক মন্তব্য, কটুক্তি, অশালীন ইংগিত, অট্রহাস্য, ধুমপান, পান খাওয়া, পেপার-ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়া, একে অপরের সাথে কথা বলা বা বিচারকার্য্যে বিঘ্ন ঘটে এমন কোন কাজ করা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়িবে।
(খ) আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত ৫০০.০০-১০০০.০০ (পাঁচশত টাকা হইতে এক হাজার) টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন।

বাংলাদেশ আনসার ফরম নং "ক" তপসিল "ক"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আনসার ও ভিডিপি
রায় লিখন ফরম

বিচারকার্য্য অনুষ্ঠানের স্থান...

আদালতের নাম বিশেষ/সংক্ষিপ্ত আদালত।

উপস্থিত (১) জনাব..
(২) জনাব...
(৩) জনাব..

বিশেষ/সংক্ষিপ্ত মকদ্দমা নং...সন..............................
আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর..বাদী

বনাম

....বিবাদী
অভিযোগের ধারা..
ঘটনার তারিখ...
ঘটনার স্থান...
প্রসিকিউটিং অফিসার..(নাম ও পদবী)
ডিফেনডিং অফিসার ....(নাম ও পদবী)
রায় ঘোষণার তারিখ...

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণান্তে এবং যুক্তিতর্ক শ্রবণপূর্বক প্রকাশ্য আদালতে নিম্নরূপ রায় প্রদান করা হইল।

বাংলাদেশ আনসার ফরম নং ‘‘খ’’

তপসিল ‘‘খ’’

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আনসার ও ভিডিপি
আদেশপত্র ফরম

কোর্টের নাম ঃ বিশেষ/ সংক্ষিপ্ত আদালত।
উপস্থিত ঃ (১) ....সভাপতি।
(২) ....সদস্য।
(৩) ....সদস্য।

মকদ্দমার নং...সাল..........................
বাদীর নাম.......................................বনাম.......................আসামীর নাম...................

ক্রমিক নং	**তারিখ**	**আদেশ বা কার্যধারার বিবরণ**	**সভাপতির স্বাক্ষর**
১	২	৩	৪

বাংলাদেশ আনসার ফরম নং "গ" তপসিল "গ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আনসার ও ভিডিপি
জবান বন্দীর ফরম

সাক্ষীর নাম...রেজিঃ নং.......................................
পিতার নাম...পদবী...
পেশা...কর্মস্থল..
গ্রাম..পোঃ..
থানা...জেলা...
ধর্ম......................................

....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর তালুকদার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০০ / ৩রা আশ্বিন, ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ (৩রা আশ্বিন, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০০ সনের ৩২নং আইন

ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। ১৯৯৫ সনের ৪নং আইনের ধারা ৬ এর পর নূতন ধারা ৬ক এর সন্নিবেশ।- ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"৬ক। অংগীভূত ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরী স্থায়ীকরণ।- ব্যাটালিয়ন আনসার বাহিনীতে ধারা ৬ এর অধীন অংগীভূত আনসার সদস্যদের মধ্যে যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ১৫ (পনের) বৎসর বা তদূর্ধ্ব, তাহাদেরকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বপদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যাইবে এবং তাহাদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
সচিব।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ঃ টাকা ১.০০

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৪, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০শে ফাল্গুন, ১৪১১/১৪ই মার্চ, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০শে ফাল্গুন, ১৪১১ মোতাবেক ১৪ই মার্চ, ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৫ সনের ১০ নং আইন

ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫(১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। ১৯৯৫ সনের ৪নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।-ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৬-এর প্রথম পংক্তিতে অবস্থিত "ব্যাটালিয়ন" শব্দটির পূর্বে "(১)" বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাটি বিলুপ্ত হইবে।

৩। ১৯৯৫ সালের ৪নং আইনের ধারা ৬ক এর সংশোধন।-উক্ত আইনের ধারা ৬ক-এর "যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ১৫(পনের) বৎসর" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ১২(বার) বৎসর" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. মো. ওসমান ফারুক খান
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্যঃ টাকা ১.০০

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারী ১৬, ২০০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ই জানুয়ারী, ২০০১ / ৩রা মাঘ, ১৪০৭

এস, আর, ও নং ১২-আইন/২০০১।- ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৬ক এর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে এবং ধারা ১৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **বিধিমালার নাম**।- এই বিধিমালা **অংগীভূত ব্যাটালিয়ান আনসার (স্থায়ীকরণ) বিধিমালা, ২০০১** নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"অংগীভূত ব্যাটালিয়ান আনসার"** অর্থ আইনের ধারা ৭ এ উল্লিখিত কোন পদে ধারা ৬ এর অধীনে অংগীভূত ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্য;

(খ) **"আইন"** অর্থ ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন);

(গ) **"নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৩ নং আইন) এর অধীনে গঠিত আনসার বাহিনীর মহা-পরিচালক বা কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি ব্যাটালিয়ান অধিনায়কের নিম্নতর নহেন;

(ঘ) **"বাছাই কমিটি"** অর্থ বিধি ৪ এর অধীনে গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঙ) **"মহা-পরিচালক"** অর্থ আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৩নং আইন) এর অধীনে গঠিত আনসার বাহিনীর মহা-পরিচালক;

(চ) **"স্ব-পদ"** অর্থ ব্যাটালিয়ান আনসারের যে পদে কোন ব্যক্তি আইনের ধারা ৬ এর অধীন অংগীভূত হইয়াছেন বা ক্ষেত্রমত ২১(৩) এর অধীনে অংগীভূত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন;

(ছ) **"স্থায়ীকরণ"** অর্থ ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪নং আইন) এর অধীন ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীতে অংগীভূত আনসার সদস্যের মধ্যে যাহার চাকুরীর মেয়াদ ১৫ (পনের) বৎসর বা তদূর্ধ্ব হইয়াছে, এই বিধিমালার বিধান অনুসারে, তাহাকে তাহার স্ব-পদে স্থায়ীকরণ;

(জ) **"রেজিষ্ট্রেশন নম্বর"** অর্থ আনসার ব্যাটালিয়ানে অংগীভূত করার সময় মহা-পরিচালকের দপ্তরে রেজিষ্ট্রিভূক্তির নম্বর।

৩। **স্থায়ীকরণ**।- (১) আইন ও এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীতে অংগীভূত ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্যকে স্ব-পদে স্থায়ী করিতে পারিবে।

(২) ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীতে স্ব-পদে স্থায়ীকরণের জন্য অংগীভূত ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির-

(ক) স্থায়ীকরণপূর্ব চাকুরীকাল নিরবচ্ছিন্ন হইতে হইবে;

(খ) স্থায়ীকরণপূর্ব চাকুরীর রেকর্ড সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৩) স্থায়ীকরণের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে, বাছাই কমিটি-

(ক) অংগীভূত আনসার সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা তাহাদের অংগীভূত হওয়ার তারিখের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবে;

(খ) কোন পদে একই তারিখে একাধিক সদস্যকে অংগীভূত করা হইলে তাহাদের জ্যেষ্ঠতা রেজিষ্ট্রেশন নম্বরের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও বাছাই কমিটি উক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে তাহাকে স্থায়ীকরণের সুপারিশ করিবে না; এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত ডাক্তার এর ডাক্তারী রিপোর্ট বিবেচনাক্রমে বাছাই কমিটি সুপারিশ করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৪। **বাছাই কমিটি**।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সকরারের অনুমোদনক্রমে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক বাছাই কমিটি গঠন করিবে।

(২) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে অংগীভূত হইয়াছেন এইরূপ ব্যাটালিয়ান আনসার সদস্যকে স্থায়ীকরণের জন্য বাছাই কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি বাছাই কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি বাছাই কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

(৩) বাছাই কমিটির সভাপতি ও ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে এবং উক্ত কমিটি উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

৫। **বেতন-ভাতাদি।**- এই বিধিমালার অধীন কোন পদে স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীর কোন সদস্য, সরকার কর্তৃক উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত স্কেলে বেতন ও ভাতাদি পাইবেন।

৬। **চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী।**- এই বিধিমালার অধীনে স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীর সদস্যের শৃংখলা এবং ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগের বিষয়ে ব্যাটালিয়ান আনসার আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীনে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে, অন্যান্য বিষয়ে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে স্থায়ীকরণপূর্ব চাকুরীকাল গণনা।**- এই বিধিমালার অধীন স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীর সদস্যদের অর্জিত ছুটি, পেনশন, গ্রাচ্যুইটি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদির প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৫০% স্থায়ীকরণপূর্ব চাকুরীকাল গণনা করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এম, রেজা
সচিব।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত,
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৯৫ সনের ৫নং আইন

দেশের আর্থ-সামাজিক ও জননিরাপত্তামূলক অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠনকল্পে **প্রণীত আইন;**

যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক ও জননিরাপত্তামূলক অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।- এই আইন গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "আনসার বাহিনী" অর্থ আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৩ নং আইন)- এর অধীন গঠিত আনসার বাহিনী;

(খ) "গ্রাম" অর্থে ওয়ার্ডকেও বুঝাইবে;

(গ) "মহাপরিচালক" অর্থ আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক;

(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রনীত বিধি;

(চ) "ওয়ার্ড" অর্থ Pourashava Ordinance, 1977, (XXVII of 1977)-এর section 2 এ সংজ্ঞায়িত Ward.

৩। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন।- এই আইনের বিধান অনুযায়ী গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন করা হইবে।

৪। তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা।- গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং এই আইন, বিধি ও প্রবিধান এবং উহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাম প্রতিরক্ষা দল মহাপরিচালক এর পরিচালনাধীন থাকিবে।

৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইত্যাদি।- আনসার বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়াও গণ্য হইবেন।

৬। গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যদের তালিকাভূক্তি।- গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তালিকাভূক্ত ও অংগীভূত হইবেন এবং তাহাদের ভাতা, পোশাক, প্রশিক্ষণ ও শৃংখলা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭। **গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের পদ।-** (১) গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন পদ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) ইউনিয়ন দলনেতা ও দলনেত্রী;

(খ) ইউনিয়ন সহকারী দলনেতা ও দলনেত্রী;

(গ) ওয়ার্ড দলনেতা বা দলনেত্রী;

(ঘ) ওয়ার্ড সহকারী দলনেতা বা দলনেত্রী;

(ঙ) গ্রাম দলনেতা বা দলনেত্রী;

মূল্য ৩.০০

(চ) গ্রাম সহকারী দলনেতা ও দলনেত্রী;
(ছ) গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য।

(২) মহাপরিচালক প্রত্যেক শহর, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও গ্রামে এক বা একাধিক গ্রাম প্রতিরক্ষা প্লাটুন গঠন করিতে পারিবেন এবং উহাদের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক, প্রয়োজনে, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অংগীভূত করিতে পারিবেন।

৮। **গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের দায়িত্ব**, ইত্যাদি।- (১) গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের প্রধান দায়িত্ব হইবেঃ
(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা;
(খ) আইন শৃংখলা ও জননিরাপত্তামূলক কাজে সহায়তা প্রদান করা;
(গ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।
(২) সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা এবং তৎকর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশ ও আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

৯। **আদেশ পালনে বাধ্যবাধকতা**।- গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত আইনানুগ আদেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

১০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**। - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন সম্পর্কিত সরকারের যাবতীয় আদেশ, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা বাতিল করা হইল।
(২) উক্ত আদেশ দ্বারা গঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, দায় এবং দলিল-দস্তাবেজ এই আইনের অধীন গঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সম্পত্তি, তহবিল, দায় এবং দলিল-দস্তাবেজ হইবে।
(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আদেশের অধীন তালিকাভুক্ত গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সকল সদস্য এই আইনের অধীন গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের তালিকাভুক্ত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে।
(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সম্পর্কে প্রদত্ত সকল আদেশ বা নির্দেশ, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

আবুল হাশেম
সচিব

মোঃ মিজানুর রহামান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।